যুগান্তর

তারিখ 13 JUN 2012
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

নতুন বরাদ্দ না পেলে আরও এক বছর এমপিও পাবেন না ১৮ হাজার শিক্ষক

এক মাসের বেতন দেয়ার অনুমতি চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র

মুসতাক আহমদ

এমপিও'র জন্য অপেক্ষমাণ ১৮ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর ভাগ্য এখন অর্থ মন্ত্রণালয়ের হাতে। তাদের বেতনের সরকারি অংশ প্রদানের জন্য মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। যদি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি আর নতুন বরাদ্দের আশ্বাস মেলে, তাহলেই কেবল এসব শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও পাবেন। নইলে হয়তো তাদের বিনা টাকাতেই চাকরি করতে হবে। বিগত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এসব শিক্ষক-কর্মচারী সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু তারা কোন বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। অথচ যে প্রক্রিয়ায় তারা নিয়োগ পেয়েছেন তাতে তাদের বেতন-ভাতা পাওয়ার কথা। এমনকি অনেকের নামে বছরের শুরুতে অর্থ বরাদ্দ পর্যন্ত রয়েছে।

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় সরকার বেতনের বিপরীতে অনুদান হিসেবে যে অর্থ দেয় তা এমপিও (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) নামে পরিচিত।

পাবেন না : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

পাবেন না : এমপিও

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, এ খাতে সরকার বছরের শুরুতে যে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে সেখানে এখনও ২৪ কোটি ৫৪ লাখ টাকা অবশিষ্ট রয়েছে। খরচ না হলে ৩০ জুনের পর ওই অর্থ ফেরত যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এ অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও বণ্টনকারী সংস্থা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) ওই অর্থ থেকে বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও দেয়ার প্রস্তাব করেছে।

জানা গেছে, সরকারি নির্দেশে বিগত এক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন না। তাদের মধ্যে কিছু শিক্ষক এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে নিয়োগ পেয়েছেন। এদের অনেকেরই এমপিও পাওয়ার সরকারি সিরিয়াল নম্বর বা ইনডেক্স নম্বর রয়েছে। কিছু শিক্ষক রয়েছেন যাদের ইনডেক্স নম্বর নেই। এমপিওভুক্ত হলে তারা ইনডেক্স নম্বর পাবেন। আর কিছু শিক্ষক রয়েছেন উচ্চতর স্কেলের দাবিদার। এ সময় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। এমপিও সুবিধা পাওয়ার আশায় এসব ক্যাটাগরির শিক্ষকদের অনেকেই বছরজুড়ে মাউশি'র দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। অতীতে নতুন এমপিওভুক্তি বন্ধ হলেও শূন্যপদের বিপরীতে বা এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি এভাবে বন্ধ থাকার নজির নেই। কিন্তু অর্থ সংকটের কারণে এবার নোটিশ দিয়ে তা বন্ধ রাখা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ৩০ মে মাউশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শূন্যপদসহ বিভিন্ন পদে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও দেয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠায়। এতে বলা হয়, ২৪ কোটি ৫৪ লাখ ৬৩ হাজার ২০৭ টাকা দিয়ে ইনডেক্সবিহীন শিক্ষক, শিক্ষকদের উচ্চতর স্কেল ও শূন্যপদে শিক্ষক-কর্মচারীদের বকেয়া ছাড়া শুধু যে মাসের এমপিও দেয়া সম্ভব। এর মধ্যে অবসর, মৃত্যুবরণ ও পদত্যাগের কারণে শূন্যপদে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক, ইনডেক্সবিহীন শিক্ষক-কর্মচারীদের বকেয়া ছাড়া এমপিও বাবদ মাসিক ব্যয় হবে ১৮ কোটি ৫৬ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬৫ টাকা। এর মধ্যে শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও'র ক্ষেত্রে ব্যয় হবে ১৪ কোটি ১৯ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং ইনডেক্সবিহীন শিক্ষক-কর্মচারীদের বকেয়া ছাড়া উচ্চতর স্কেল দেয়া হলে মাসিক ব্যয় হবে ৪ কোটি ৩৭ লাখ ৭৯ হাজার ৯৬৫ টাকা। যে মাসে এসব সুবিধা দেয়া হলে এ খাতে অবশিষ্ট অর্থ থাকবে পাঁচ কোটি ৯৭ লাখ ৬৩ হাজার ২৪২ টাকা। ফলে চলতি অর্থবছরে এ খাতে এসব সুবিধা দেয়ার পরও অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন পড়বে না।

চলতি অর্থবছরে এমপিও খাতে বরাদ্দ আছে ৫ হাজার ২৭২ কোটি ৪৭ লাখ ১৭ হাজার টাকা। আন্তঃখাত সমন্বয়ের পর সংশোধিত বাজেটে এ খাতে ৫ হাজার ২৬০ কোটি ৬০ লাখ ১৩ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এই বরাদ্দ থেকে এখন পর্যন্ত ৪ হাজার ৮১১ কোটি ৩৩ লাখ ৩৮ হাজার ৩৮৮ টাকা ব্যয় হয়েছে। ফলে উদ্বৃত্ত রয়েছে ৪৪৯ কোটি ২৬ লাখ ৭৪ হাজার ৬১২ টাকা। এ টাকা থেকে মে মাসের বেতন-ভাতা বাবদ খরচ হয়েছে ৪২৪ কোটি ৭২ লাখ ১১ হাজার ৪০৫ টাকা। মে পর্যন্ত বেতন-ভাতা দেয়ার পর এমপিও খাতে উদ্বৃত্ত রয়েছে ২৪ কোটি ৫৪ লাখ ৬৩ হাজার ২০৭ টাকা। মাউশি ওই টাকা দিয়েই ১৮ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও'র সংস্থান করতে চাচ্ছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, শূন্যপদে নিয়োগপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও'র ব্যাপারে একটি চিন্তা-ভাবনা চলছে। এখনই চূড়ান্ত কিছু বলা যাচ্ছে না। আর মাউশি'র মহাপরিচালক অধ্যাপক মোঃ নোমান উর রশীদ বলেন, 'শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও দিতে পারলেই তারা খুশি। বর্তমান অর্থবছরে এমপিও খাতে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে। সেই টাকা থেকে ইনডেক্সবিহীন শিক্ষক, শিক্ষকদের উচ্চতর স্কেল ও শূন্যপদে শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও দেয়া সম্ভব। কিন্তু অর্থের মালিক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমতি পেলেই অর্থ দেয়া হবে।